[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় গত ১৭ই জুলাই, ২০০১ তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রতিবন্ধী বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ শ্রাবণ ১৪০৮ বাং/১৬ জুলাই ২০০১ ইং

এস, আর, ও নং ১৯৮-আইন/২০০১-বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ১৭ শ্রাবণ, ১৪০৮ বাং মোতাবেক ১ আগষ্ট, ২০০১ ইং তারিখকে উক্ত আইন বলবৎ হইবার তারিখ হিসাবে নির্ধারণ করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ রফিকুল আলম
সচিব।

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় গত ৯ই এপ্রিল, ২০০১ তারিখে প্রকাশিত]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

তারিখ, ৯ই এপ্রিল ২০০১/২৬ শে চৈত্র ১৪০৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৯ই এপ্রিল, ২০০১ (২৬ শে -চৈত্র, ১৪০৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

২০০১ সনের ১২ নং আইন

প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষায়, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডে তাহাদের অংশগ্রহণ ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডে তাহাদের অংশগ্রহণ ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ।

(১) এই আইন বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা। - বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে

(ক) "জেলা কমিটি" অর্থ ধারা-১২ এর অধীন গঠিত জেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ কমিটি;

(অ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

(ই) "নির্বাহী কমিটি" অর্থ ধারা-৮ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী কল্যাণ নির্বাহী কমিটি;

(ঈ) "প্রতিবন্ধী" অর্থ ধারা-৩ বর্ণিত কোন ব্যক্তি;

(খ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(উ) "সমন্বয় কমিটি" অর্থ ধারা-৪ এর অধীন গঠিত জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমন্বয় কমিটি।

৩। প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা ও প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণ।- (১) "প্রতিবন্ধী" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি-

(ক) জন্মগতভাবে, বা রোগাক্রান্ত হইয়া, বা দুর্ঘটনায় আহত হইয়া, বা অপচিকিৎসায়, বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন; এবং

(খ) উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে-

(অ) স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন; এবং

(আ) স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সংজ্ঞার আওতায় নিম্নবর্ণিত যে কোন প্রতিবন্ধী ও অন্তর্ভুক্ত--

(ক) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার---

(অ) এক চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই ; বা

(আ) উভয় চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই; বা

(ই) ভিজুয়েল এ্যকুইটি, যথাযথ লেন্স ব্যবহার করা সত্ত্বেও, ৬/৬০ অথবা ২০/২০০(লেন্সের পদ্ধতি) অতিক্রম করে না; বা

(ঈ) দৃষ্টিসীমা (Field of vision) ২০ ডিগ্রী কোণের বিপ্রতীপ কোণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ;

(খ) শারীরিক প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার----

(অ) একটি বা উভয় হাত নেই; বা

(আ) কোন হাত পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ বা স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা এইরূপ দুর্বল যে, উপ-ধারা (১) এর (ক) ও (খ) দফায় বর্ণিত অবস্থা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ; বা

(ই) একটি বা উভয় পা নাই ; বা

(ঈ) কোন পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ বা স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা এইরূপ দুর্বল যে, উপ-ধারা (১) এর (ক) ও (খ) দফায় বর্ণিত অবস্থা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ; বা

(উ) শারীরিক গঠন বিকৃত বা অস্বাভাবিক ; বা

(ঊ) স্নায়ুবিক বৈকল্যের কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য নাই ;

(গ) শ্রবণ প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার অপেক্ষাকৃত সুস্থ কানের শ্রবণ ক্ষমতা, সাধারণ কথোপকথন শ্রবণের ক্ষেত্রে, ৪০ ডেসিবল (ধ্বনির একক) বা ততধিক মাত্রায় নষ্ট, ক্ষতিগ্রস্থ বা অকার্যকর ;

(ঘ) বাক প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার স্বাভাবিক অর্থবোধক ধ্বনি উচচারণ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিনষ্ট বা অকার্যকর;

(ঙ) মানসিক প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার-

(অ) বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক বুদ্ধির পূর্ণতা ঘটে নাই বা যাহার বৃদ্ধাংক স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা কম; বা

(আ) মানসিক ভারসাম্য নাই বা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নষ্ট হইয়াছে ;

(চ) বহু মাত্রিক প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার উপরি-উল্লিখিত একাধিক প্রতিবন্ধিতা রহিয়াছে ;

(ছ) সমন্বয় কমিটি কর্তৃক ঘোষিত অন্য কোন প্রতিবন্ধী।

৪। জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন ও পদত্যাগ।

(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমন্বয় কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করা হইল, যথা ঃ-

(ক) সমাজ কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, পদাধিকারবলে, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন;

(খ) সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, পদাধিকারবলে, যিনি উক্ত কমিটির সহ-সভাপতিও হইবেন ;

(গ) স্বাস্থ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, পদাধিকারবলে ;

(ঘ) স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে ;

(ঙ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে কর্মরত অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন চিকিৎসক, যিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত হইবেন ;

(চ) পংগু হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, পদাধিকারবলে ;

(ছ) বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি, পদাধিকারবলে ;

(জ) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার পাঁচজন প্রতিনিধি, যাহারা সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন ;

(ঝ) বাংলাদেশ মানসিক প্রতিবন্ধী হাসপাতালের পরিচালক, পদাধিকার বলে;

(ঞ) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পদাধিকারবলে;

(ট) নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ, পদাধিকারবলে ;

(ঠ) পরিচালক, জাতীয় চক্ষু ইনষ্টিটিউট, পদাধিকারবলে ;

(ড) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বা সরকার কর্তৃক মনোনীত, যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) (জ) তে উল্লিখিত-

(ক) যে কোন সদস্যের মনোনয়ন বাতিলক্রমে সরকার তাহার সদস্যপদের অবসান ঘটাইতে পারিবে ;

(খ) যে কোন সদস্য সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র যোগে তাহার সদস্যপদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) সরকার প্রয়োজনে অন্য কোন ব্যক্তিকে সমন্বয় কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করিতে পারিবে।

৫। সদস্য পদের অযোগ্যতা।- ধারা ৪(১)(জ) এর অধীনে মনোনীত কোন ব্যক্তি সদস্য হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি-

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না হন বা উহা পরিত্যাগ করেন বা হারান ; বা

(খ) তাহাকে কোন উপযুক্ত আদালত অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করে ; বা

(গ) তিনি আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং তাহার দেউলিয়াত্বের অবসান না হয় ; বা

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যুন দুই বৎসর কারাদন্ডে দন্ডিত হইয়া থাকেন ; বা

(ঙ) এই আইন বা বিধির অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন।

৬। জাতীয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী ঃ- (১) সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) সামাজিক রাষ্ট্রীয় জীবনে যোগ্যতা অনুসারে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং তাহাদের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণকল্পে সরকারের বিদ্যমান নীতিমালা পর্যালোচনা এবং বিরাজমান বাস্তবতার নিরীখে উহা সংশোধনের সুপারিশ বা প্রয়োজনে নতুন নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ করা ;

(খ) প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্প গ্রহণে সরকারকে পরামর্শ দান ;

(গ) এই আইন ও অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের আলোকে বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কর্মরত নির্বাহী কমিটি ও জেলা কমিটিসহ সকল সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থার কার্যাবলীর সমন্বয়, পর্যালোচনা ও এতদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং অন্যান্য সংস্থাকে উদ্বুদ্ধ করা ;

(ঙ) প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;

(চ) প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় তথ্যকেন্দ্র স্থাপন এবং প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা ;

(ছ) আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রতিবন্ধীদের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির সহিত জাতীয় নীতিমালা ও প্রযোজ্য আইন কানুনের সঙ্গতি রক্ষা এবং উহাদের বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান ;

(জ) প্রতিবন্ধী বিষয়ক আইন কানুন সময় সময় পর্যালোচনা ও সংশোধনের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা ;

(ঝ) প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা ;

(ঞ) এই উপ-ধারায় বর্ণিত কার্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতার আওতায় তফসিলে উল্লেখিত কার্যক্রমগুলি সমন্বয় কমিটির কার্য পরিধির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য উক্ত কমিটি সরকারের যে কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা অন্য কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা বেসরকারী সংস্থাকে অনুরোধ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দেশনা বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৭। সমন্বয় কমিটির সভা।-(১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, সমন্বয় কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি বৎসর সমন্বয় কমিটির অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সমন্বয় কমিটির সভা ইহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সভাপতি সমন্বয় কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তাহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি এবং তাহারও অনুপস্থিতিতে সভাপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সদস্য বা এইরূপ কোন নির্দেশ না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত অন্যকোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) সমন্বয় কমিটির সভায় কোরামের জন্য ইহার মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৬) সমন্বয় কমিটির সভায় সাধারণভাবে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হইবে, তবে কোন বিষয়ে দ্বিমত দেখা দিলে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে; এইরূপ ভোট গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটে সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) সমন্বয় কমিটির উহার সভায় কোন আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের সুবিধার্থে কোন বিশেষজ্ঞ বা ওয়াকেবহাল কোন ব্যক্তিকে মতামত বা বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে, তবে উক্ত আমন্ত্রিত ব্যক্তির কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৮) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা সমন্বয় কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে ইহার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালতে বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৮। নির্বাহী কমিটির গঠন, সদস্যদের অযোগ্যতা ইত্যাদি। -(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রতিবন্ধী কল্যাণ নির্বাহী কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করা হইল, যথাঃ-

(ক) সমাজ কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, পদাধিকারবলে, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন;

(খ) যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন ৬ (ছয়) জন সরকারী কর্মকর্তা, যাহারা যথাক্রমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, অর্থ বিভাগ, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(গ) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন প্রতিনিধি;

(ঘ) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পদাধিকারবলে ;

(ঙ) সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব, যিনি পদাধিকারবলে নির্বাহী কমিটির সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) (গ) এর অধীন-

(ক) কোন ব্যক্তি সদস্য হিসেবে মনোনীত হওয়ার বা উক্ত পদে থাকিবার যোগ্য হইবেন না যদি তাহার ক্ষেত্রে ধারা ৫ এ বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ;

(খ) মনোনীত যে কোন সদস্যের মনোয়ন বাতিলক্রমে সরকার তাহার সদস্যপদের অবসান ঘটাইতে পারিবে ;

(গ) মনোনীত যে কোন সদস্য সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র যোগে তাহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৯। নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।- নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা ;

(খ) এই আইনের বিধানবলী এবং প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বয় কমিটির নিকট যথাযথ সুপারিশ পেশ করা ;

(গ) প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণসহ সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তাহা অনুমোদনের জন্য সমন্বয় কমিটির নিকট পেশ করা ;

(ঘ) জেলা কমিটির কার্যাবলী পরিবীক্ষণ এবং সমন্বয় কমিটির নির্দেশনা সাপেক্ষে, তদারকী ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা

(ঙ) এই উপ-ধারায় বর্ণিত কার্যাদি পালনের জন্য আনুষঙ্গিক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০। নির্বাহী কমিটির কার্যালয় ।

-(১) নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে উহাকে সহায়তা করার জন্য-

(ক) সরকার একটি কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে ; বা

(খ) সরকার তৎকর্তৃক মনোনীত কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে নির্বাহী কমিটির কার্যালয়রূপে নিয়োগ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা। - শুধুমাত্র দফা (খ) এর অধীনে নিযুক্তির কারণে উক্ত সংস্থা সরকারী সংস্থা হিসেবে বা উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হিসেবে গণ্য হইবেন না।

(২) উপ-ধারা (১)(খ) এর অধীনে সরকার কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে নির্বাহী কমিটির কার্যালয়রূপে নিয়োগ করিলে উক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা অন্যকোন ব্যক্তি নির্বাহী কমিটির নির্দেশিত দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

১১। নির্বাহী কমিটির সভা।

(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানবলী সাপেক্ষে, নির্বাহী কমিটি ইহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি তিনমাসে নির্বাহী কমিটির অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) নির্বাহী কমিটির সভা ইহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) নির্বাহী কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক নির্দেশিত কোন সদস্য বা এইরূপ কোন নির্দেশ না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) নির্বাহী কমিটির সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যদের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৬) নির্বাহী কমিটির সভায় সাধারণভাবে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে, তবে কোন বিষয়ে দ্বিমত দেখা দিলে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং এইরূপ ভোট গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যদের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটে সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা নির্বাহী কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে ইহার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালতে বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১২। জেলা কমিটির গঠন, সদস্যদের অযোগ্যতা ইত্যাদি। - (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রতিটি জেলায় একটি জেলা কমিটি থাকিবে, যাহা সংশ্লিষ্ট জেলার নামসহ জেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ কমিটি নামে অভিহিত হইবে।

(২) জেলা কমিটির সদস্য হইবেন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ, যথাঃ-

(ক) ডেপুটি কমিশনার, পদাধিকারবলে, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন;

(খ) জেলার সিভিল সার্জন, পদাধিকারবলে ;

(গ) জেলায় কর্মরত প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে নিয়োজিত বেসরকারী সংস্থা হইতে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;

(ঘ) জেলা শিক্ষা অফিসার, পদাধিকারবলে ;

(ঙ) জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত, পদাধিকারবলে ;

(চ) জেলা গণসংযোগ অফিসার, পদাধিকারবলে

(ছ) জেলা বাস মালিক সমিতির সভাপতি

(জ) উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, পদাধিকার বলে, যিনি উক্ত কমিটির সচিবও হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২)(গ) এর অধীন-

(ক) কোন ব্যক্তি সদস্য হিসাবে মনোনীত হওয়ার বা উক্ত পদে থাকিবার যোগ্য হইবেন না যদি তাহার ক্ষেত্রে ধারা ৫ এ বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ;

(খ) মনোনীত যে কোন সদস্যের মনোনয়ন বাতিলক্রমে ডেপুটি কমিশনার তাহার সদস্যপদের অবসান ঘটাইতে পারিবে ;

(গ) মনোনীত যে কোন সদস্য সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র যোগে তাহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

১৩। জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।- জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ-

(ক) সমন্বয় কমিটি এবং নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত, নির্দেশনা, নির্দেশ, সরকার বা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচী জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন;

(খ) জেলার প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধন ও পরিচয় পত্র প্রদান ;

(গ) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে নির্বাহী কমিটির নিকট বৎসরে অন্ততঃ একটি প্রতিবেদন প্রেরণ;

(ঘ) নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন বিশেষ দায়িত্ব পালন ;

(ঙ) বিধি দ্বারা অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ;

(চ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে যে কোন আনুষংগিক কার্যক্রম সম্পাদন।

১৪। জেলা কমিটির সভা।

(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানবলী সাপেক্ষে, জেলা কমিটি ইহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি দুই মাসে জেলা কমিটির অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) জেলা কমিটির সভা ইহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সভাপতি জেলা কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক নির্দেশিত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) জেলা কমিটির সভায় কোরামের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক- তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

১৫। প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধন ও পরিচয় পত্র প্রদান।-

(১) জেলা কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলা এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত সকল প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধন করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে একটি নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন প্রতিবন্ধী নিবন্ধিত হইলে উক্ত প্রতিবন্ধীকে জেলা কমিটির সদস্য সচিবের স্বাক্ষরে একটি পরিচয় পত্র প্রদান করিতে হইবে।

১৬। উপ-কমিটি।- সমন্বয় কমিটি, নির্বাহী কমিটি বা জেলা কমিটি উহার কাজে সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক সদস্য এবং অন্য কোন ব্যক্তি সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ উপ-কমিটির সদস্য সংখ্যা, উহার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৭। সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।-সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত, নির্দেশনা এবং উক্ত কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচী মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে সহায়তা করা সংশ্লিষ্ট সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হইবে।

১৮। ক্ষমতার্পণ।- সমন্বয় কমিটি, নির্বাহী কমিটি বা জেলা কমিটির কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য যেইরূপ শর্তাদি আরোপ করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ শর্তাধীনে ইহার ক্ষমতা (এই ধারা ব্যতীত) বা দায়িত্ব উহার কোন সদস্যকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৯। অপরাধ, দন্ড ও বিচার।

(১) এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, বিধি দ্বারা এমন কতিপয় সুনির্দিষ্ট কার্যকলাপকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা যাইবে, যাহার জন্য সংশ্লিষ্ট অপরাধী অনধিক তিন মাসের কারাদন্ড বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) উক্ত অপরাধের বিচার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

২০। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।- এই আইনের অধীন কোন বিধান লংঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর প্রত্যেক পরিচালক বা ম্যানেজার বা সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট বিধানটি লংঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, তবে তিনি যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লংঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী হইবেন না।

ব্যাখ্যা।-এই ধারায়-

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা সংগঠনও অন্তর্ভূক্ত ;

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

২১। দায়মুক্তি।- এই আইন বা বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কোন কৃত কাজের ফলে, কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, সমন্বয় কমিটি, নির্বাহী কমিটি বা জেলা কমিটির কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা উক্ত কমিটির নিকট হইতে ক্ষমতা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

২২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। অসুবিধা দূরীকরণ।- এই আইনের কোন বিধানে কোন প্রকার অস্পষ্টতা থাকিলে উহা দূরীকরণ বা উক্ত বিধান বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারিবে।

তফসিল

(ধারা-২ (খ) এবং ৬ (২) দ্রঃ)

'ক' অংশ

প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ

১। গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতার কারন ও উহা এড়ানোর উপায় সম্পর্কে জাতীয় প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা।

২। প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহনের জন্য সমাজকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে উৎসাহিত ও সংগঠিত করা।

৩। প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

৪। প্রতিবন্ধিতা সৃষ্টিকারী দুর্ঘটনা এড়ানোর উদ্দেশ্যে তথ্য প্রচার করা।

৫। গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর মাতৃ ও শিশু সেবা বিষয়ক তথ্য প্রচার এবং প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গর্ভবতী মায়ের জন্য যথাযথ উপকরণাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৬। প্রতিবন্ধিতার কারণ নির্ণয় ও উহার চিকিৎসার জন্য তথ্য সংগ্রহ, জরিপ ও গবেষণার ব্যবস্থা করা।

৭। শব্দ দূষণ প্রতিরোধ সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৮। ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন চলাচল বন্ধে সহায়ক কর্মসূচী গ্রহন করা।

'খ' অংশ

প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণ

১। আদমশুমারীতে প্রতিবন্ধিগণকে চিহ্নিতকরণ এবং তাহাদের একটি পৃথক তালিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা করা।

২। প্রতিবন্ধিতার শিকার হইতে পারে এমন শিশুকে সনাক্তকরণের ব্যবস্থা করা।

'গ' অংশ

প্রতিবন্ধিতা নিরোধ

১। হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিনামুল্যে বা স্বল্পমুল্যে প্রতিবন্ধিতা নিরোধমূলক বা নিরোধে সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করা।

২। প্রতিবন্ধী শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনকল্পে শিক্ষা ও কর্মের সুযোগ পরামর্শ (Counseling) প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৩। প্রতিবন্ধীদের দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য উপকরণ এবং শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণে সহায়তা করা।

৪। প্রতিবন্ধীদের ব্যবহারযোগ্য উপকরণাদি আমদানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর রেয়াতের ব্যবস্থা করা।

'ঘ' অংশ

প্রতিবন্ধীগণের শিক্ষা

১। বিশেষ ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষায়িত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দান, তাহাদের জন্য বিশেষ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং ক্ষেত্রমত বিশেষ পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর ব্যবস্থা করা।

২। অনধিক আঠার বৎসর বয়স্ক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টিসহ তাহাদিগকে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৩। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সহিত একই শ্রেণী কক্ষে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪। প্রতিবন্ধীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৫। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক বা অন্যান্য কর্মীকে প্রশিক্ষণদানের কর্মসূচীগ্রহণ করা।

৬। প্রতিবন্ধীদের জীবন ধারা এবং সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজ পরিচিতি বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকে যথাযথ প্রবন্ধ ও আনুষংগিক বিষয়াদি সংযোজনের ব্যবস্থা করা।

৭। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতের জন্য সহায়ক ব্যবস্থা করা।

'ঙ' অংশ
স্বাস্থ্য সেবা

১। প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচী গ্রহণ করা।

২। সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা উপকরণের ব্যবস্থাসহ চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩। প্রতিবন্ধীদের জন্য পুষ্টি উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৪। উক্ত প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা।

'চ' অংশ
পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান

১। প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনকল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসুচীসহ যথাযথ কর্মসুচী গ্রহণ করা।

২। সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও উহা রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৩। প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণের জন্য ম্যানুয়েল প্রণয়ন এবং উক্ত ম্যানুয়েল অনুসারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

৪। প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র সনাক্তকরণ ও এইরূপ কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫। সরকারী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের যথাযথ চাকুরীতে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিবন্ধীদের জন্য সমান নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬। সরকারের নীতিমালা সাপেক্ষে, সরকারী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্ধারিত বয়সসীমা শিথিলকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭। সরকারী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়মিত চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৮। প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কিক তথ্যাদি প্রচার করা।

'ছ' অংশ
যাতায়াতের সুবিধা

১। প্রতিবন্ধীদের যাতায়াত ও যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতক রণকল্পে সরকারী, সংবিধিবদ্ধ ও বেসরকারী সংস্থার ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা এবং যানবাহনে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।

২। রেলগাড়ী, নৌযান, বাস টার্মিনাল এবং বিশ্রামাগারসহ যে সকল স্থানে সাধারণের ব্যবহার্য শৌচাগার নির্মাণের বিধান রহিয়াছে সে সকল যান ও স্থানে যাহাতে প্রতিবন্ধীরা সুবিধাজনকভাবে ব্যবহারের সুযোগ লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করা।

৩। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের চলাচলের সুবিধার্থে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পারাপারের স্থানে শব্দ সংকেতের ব্যবস্থা করা।

৪। প্রতিবন্ধীদের নিরাপদ ও মুক্ত চলাচলের সহায়তা প্রদানকল্পে উপযুক্ত প্রতীক উদ্ভাবন করা।

৫। হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে প্রযোজ্য স্থানে ঢালু ও বাকানো রাস্তা, সিড়ি ও র‌্যাম্প নির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬। পরিচয়পত্র বহনকারী প্রতিবন্ধী ও তাহার একজন সহযোগী সঙ্গীর জন্য বাস, ট্রেন, বিমান ও জলযানের রেয়াতী-হারে ভাড়া নির্ধারণসহ বহনযোগ্য মালমাল পরিবহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

'জ' অংশ
সংস্কৃতি

১। প্রতিবন্ধীদের জীবন-যাপন, জীবিকা, শিক্ষা, বিনোদন ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের উপর তথ্যাদি জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

২। শারীরিক ও মানসিক ঝুঁকি এড়াইয়া চলিবার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাঁহার পরিবার কর্তৃক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য প্রচার মাধ্যমে তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩। জাতীয় টেলিভিশনে বাক প্রতিবন্ধীদের শ্রবণ ও বোধগম্যতার জন্য ইশারা বা সাংকেতিক ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা।

৪। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধীতাকে পাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্তির ব্যবস্থা করা।

৫। প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

৬। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতির পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং বাণীবদ্ধ ক্যাসেট সরবরাহে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ দান

করা।

৭। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে প্রতিবন্ধীদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা।

৮। দেশে-বিদেশে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক কার্যক্রমে বা প্রতিযোগিতায় প্রতিবন্ধী দল প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা।

'ঝ' অংশ

সামাজিক নিরাপত্তা

১। প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ বীমা কার্যক্রম চালুকরণে বীমা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা।

২। বেকার, অসহায় ও বৃদ্ধ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করা।

৩। নির্যাতন এবং প্রতারণার হাত হইতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রক্ষার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা।

৪। বাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কলকারখানা স্থাপনের জন্য সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করা।

'ঞ' অংশ

প্রতিবন্ধীদের সংগঠন

১। প্রতিবন্ধীদের নেতৃত্ব বিকাশের জন্য জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

২। প্রতিবন্ধীদের স্বনির্ভর সংগঠন গড়িয়া তোলার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩। প্রতিবন্ধী সংগঠনের প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতা ও মত বিনিময়ের জন্য সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থা করা।

আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব (আইন)।

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় গত ২৪ শে মে, ২০০১ তারিখে প্রকাশিত]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
আইন শাখা-১

সংশোধনী

তারিখ, ২২ শে মে, ২০১/৮ই জৈষ্ঠ্য, ১৪০৮

নং ৩২(৭)/২০০১-আইন-১। - গত ৯ই এপ্রিল ২০১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১২ নং আইন)- এর ১২৫২ নং পৃষ্ঠার-৩(২)(ঈ) অনুচ্ছেদে ভুলবশতঃ 'দৃষ্টিসীমা' শব্দটির পরে (Field of vision) মুদ্রণ করার পরিবর্তে বাংলায় অর্থহীন কিছু বর্ণ মুদ্রিত হয়েছে।

এক্ষণে, উক্ত গেজেটে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ২০০১ সনের ১২ নং আইনে (ঈ) 'দৃষ্টিসীমা' শব্দটির পরে বাংলায় অর্থহীন কিছু বর্ণ- এর স্থলে '(Field of vision)' পড়িতে হইবে।

মোঃ বজলুর রহমান
উপ-সচিব (আইন প্রণয়ন)।

বাঃ সঃ মু-২০০৩-০৪/৩৯৭৪-কম-বি-২০০০ কপি-২০০৪।